

## একাত্তরের গল্পো

## ফতেমোল্লা

পূবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল,  
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল,  
কদম-কেয়া, শাপলা-শালুক, দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল,

পাক নামে এক অশ্বডিম্ব দেশ বানাবার হাঁক ছিল,  
চিন্তা-কথা-কাজে যে তার ষোল আনাই ছল ছিল,  
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পূর্বের ফুটপাত ছিল,  
ওদের পকেট ভরল যত, এদের ততই কম ছিল,

একাত্তরের বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল,  
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি বারছিল,  
লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা বোন, ধর্ষিতা মা কাঁদছিল,  
এ কর্মকেই ওরা “ইবাদত” যে মনে করছিল,

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,

নাপাক-জামাত সাপের প্রতি খোদার অভিশাপ ছিল,  
বিশাল বিপুল তূর্য্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল,  
জাতির মাথায় সোনার মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল,

জন্ম-সুখের উৎসবে দেশ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল,

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,

স্বাধীনতার সেই উৎসব, বিজয়ের সেই উল্লাসে,

কিন্তু.....

বাগান হোকনা শত, ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত,  
দূর দুরান্ত থেকে যুগ-যুগান্ত থেকে  
বাংলাদেশ!

তীক্ষ্ণ খরার পরে, খাল-বিল-নদী ভরে  
ক্ষুদ্র মরণ শেষে রুদ্র জীবন এসে  
বাংলাদেশ!!

পথ হোক দুঃসহ দুর্গম ভয়াবহ  
বোধের বন্ধদ্বারে নিকষ অন্ধকারে  
বাংলাদেশ!!!

চাষী, কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি সেথায় বেশ ছিল।  
লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।  
জামাত নামে ওৎ পাতা এক কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।  
ইসলামি নাম-এর আড়ালে মোনাফেকি চলছিল।  
অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।  
প্রতিবাদের মিছিল হলেই অস্ত্র হাতে যম ছিল।

আকাশ জুড়ে হিংস্র দানব-কালশকুনী উড়ছিল।  
নাপাক-জামাত সাপের হাতে লক্ষ মানুষ মরছিল।  
চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আত্ননাদ ছিল।  
“নামাজ” পড়ে হত্যা করে আবার “নামাজ” পড়ছিল।

কেয়ামতেই দেশের স্বাধীনতার নেয়ামত ছিল।

সেই সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।  
বিস্ময়ে সব বিশ্বাসী মুগ্ধ চোখে দেখছিল।  
তাজের হাতেই স্বাধীনতার প্রলয় শংখ বাজছিল।

ষোলই ডিসেম্বর সুদূরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

কেয়ামতের শেষে নাপাক-জামাত নাকে খৎ ছিল।

অভ্রভেদী সে জাতকে আজ দেখলে চোখে জল আসে ॥ ॥

নামহীন কোনো ফুল ফুটবেই  
কলিতে অলিরা এসে জুটবেই

উত্তাল জল ছল-ছলবেই  
জীবনের রূপকথা বলবেই

দু’এক পথিক পথ চলবেই  
বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই .....